**SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529**
**(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)**
**Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025**

# প্রাচীন সাহিত্যের আলোকে যোগ-বিয়োগের তাত্ত্বিক এবং বাস্তবসম্মত একটি পর্যবেক্ষণ

**Dr. Mrityunjoy Mandal**
Assistant Professor Dept. of Sanskrit
Raghunathpur College, Purulia, West Bengal, India
Mail: jumrityunjoy2011@gmail.com

**Abstract:** গণিত শাস্ত্রে যোগ -বিয়োগ অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। এটি সকলকেই কমবেশি জানতে হয়। শুধু মানুষ নয় পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ সকলেই জানে। পদ্ধতিগত বা শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যে আধিক্য-হানি বিষয়গুলিই মনুষ্যেতরদের পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব আর সাহিত্য সামাজিক ঘটনার আলোকসজ্জা। তাই প্রাচীন সাহিত্যে যোগ বিয়োগকে ধারণাগত বিশ্লেষণ করে জীবন যন্ত্রণার হিসেব-নিকেশ বের করেছেন। পারস্পরিক বৈপরীত্য প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে হিসেব-নিকেশ দেখিয়েছেন। এখানে কোন সংখ্যা নেই তবে অংক রয়েছে। কিছু যোগ হলে কিছু বিয়োগ হবেই। যোগ বিয়োগের খেলায় আমরা শুধু দেখতে পাই উন্নতি-অবনতি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ইন্দ্রিয়ের যোগ-বিয়োগ, প্রেম-বিরহের যোগ-বিয়োগ, সুখ-দুঃখের যোগ-বিয়োগ বা ষড়রিপুর যোগ-বিয়োগ প্রভৃতি। তাই মানুষের প্রয়োজন সুস্থ সাবলীলভাবে বেঁচে থাকতে গেলে যোগ-বিয়োগের এই খেলাটি সৎ ভাবে খেলতে হবে এবং জয়ের জন্য সচেষ্টা হতে হবে। এই খেলায় সত্ত্ব, রজ, তমগুন রয়েছে তবে মালিকের আদেশ ছাড়া চালক যেমন গাড়ি চালাতে পারে না। তেমনি গুনগুলিও মানুষের মানসিকতার উপরেই নির্ভর করে।

**Keywords:** যোগ-বিয়োগ, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়জয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জ্ঞানী-মূর্খ, যোগসূত্র, ক্রিয়াযোগ।

যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ যা আমরা সকলে বুঝি তা হল যুক্ত করা ( Edition) অর্থাৎ 2+2= 4 বা 4+5= 9 এটি গণিতশাস্ত্র মতে। এইরকম ভাবে 5-3= 2 বা 2-2=0 এই হচ্ছে বিয়োগ। এই যোগ এবং বিয়োগ খুব সাধারন মনে হলেও এটি একটি অসাধারণ কৌশল। নিয়মটি এতই সাধারণ যে একজন শিশুও যোগ বিয়োগ অতি সহজেই বুঝতে পারে। তাকে একটি রঙিন বল দিলে যে আনন্দ হবে দুটি বল দিলে আরো একটু বেশি আনন্দিত হবে। আবার ধারণাগত বিশ্লেষণ করলে কিছু কিছু পশু পক্ষীদেরও যোগ বিয়োগের জ্ঞান আছে। খাদ্য নিয়েই যেহেতু তাদের একমাত্র বিশেষ চিন্তা তাই পরিমান গত জ্ঞানে তারাও সিদ্ধ।কুকুরের ঝগড়া তো দেখেই অভ্যস্ত একের সাথে আরেক কুকুর যোগ দিলে প্রতিপক্ষ ছুটে পলায়ন করে। সুতরাং সাধারণভাবে যোগ বিষয়টি সকলের জানা আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়া বিয়োগ বিষয়টিও অজান্তেই জানা হয়ে যায়। তাহলে পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীই যোগ বিয়োগের খেলাটি জানে। তবে যেহেতু মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী সমস্ত কৌশলেই নিপুন সুতরাং এ বিষয়েও এর ব্যতিক্রম নয়। এ তো গেল খুব সাধারণ গণিত শাস্ত্র মতে। তবে সাধারণ বিষয়টির ব্যবহারিক যদি সঠিক পরিস্থিতি বা জায়গাতে প্রয়োগ হয় তাহলে অসাধারণ হয়ে ওঠাও তার কাছে সহজ হয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে দেখতে সহজ সাধারণ হলেও কাজ অসাধারণ।

এবার আসি তত্ত্বগত বিশ্লেষনে। আমাদের উন্নতি অবনতির পিছনেও এই যোগ বিয়োগের খেলা আছে, যোগ হতে হতে যেমন সমৃদ্ধ হওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে বিয়োগ হতে হতে শূন্যও হওয়া যায়। এখানে দুটি বিষয় কাজ করে একটি স্নেহ অন্যটি বিতৃষ্ণা। স্নেহ বা তৃষ্ণা থাকলে যোগের সম্ভাবনা প্রবল আর বিতৃষ্ণা থাকলে বিয়োগ অবশ্যম্ভাবি। তবে পদ্ধতি মেনে।

অর্থশাস্ত্রকার বলেন ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থই প্রধান। কারণ অর্থ থাকলে বাকিদের সেবা সহজ।অর্থ এব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্যঃ।অর্থমূলৌ হি ধর্মকামাবিতি।[1] কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী শাসনব্যবস্থার জন্য ইন্দ্রিয়জয়ের কথা বলেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়জয় বলতে বুঝিয়েছেন— "বিদ্যা-বিনয় হেতুরিন্দ্রিয়জয়ঃ। কামক্রোধ লোভমানমদ হর্ষত্যাগাত্ কার্যঃ। কর্ণত্বগক্ষিজিহ্বাঘ্রাণেন্দ্রিয়ানাং শব্দস্পর্শরূপ রসগন্ধেষু অবিপ্রতিপত্তিরিন্দ্রিয়জয়ঃ, শাস্ত্রানুষ্ঠানংবা। কৃৎস্নং হি শাস্ত্রমিদমিন্দ্রিয়জয়ঃ"।[2] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করে স্বাধীনভাবে যোগ বিয়োগ করতে পারা। রাজা জিতেন্দ্রিয় হবে অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব ভোগের বিষয়ে রয়েছে (চোখের ভালো দেখার, কানের ভালো শোনার, নাকের ভালো স্বাদ নেওয়ার এবং ত্বকের সুশীতল স্পর্শের)। সময় মতো যোগ বিয়োগের কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধকালে জিহ্বার কোন কার্যকারিতা থাকে না ,পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয় একেবারেই বিযুক্ত। কিন্তু চক্ষু কর্ণের সংযুক্তি অত্যধিক প্রবল। তবে মহামতি কৌটিল্য ত্রিবর্গের সেবায় একে অপরের বিরোধিতার কথা বলেননি কিন্তু এটা ভাবতেই হয়—কামের যোগ হলে অর্থ বিয়োগ তো হবেই।এপ্রসঙ্গে ভগবান মনুর ইন্দ্রিয়জয় বিষয়ক শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য—

"ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্ দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজা"।।[3]

অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্ শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী একটি বিখ্যাত নাটক। সেখানে শকুন্তলার বিরহ যোগ থাকায় চক্ষু এবং কর্ণ নামক দুটি ইন্দ্রিয় বিয়োগ হয়ে গেছে। দুর্বাসামুনির আশ্রমে প্রবেশ করা, 'অয়ম্ অহং ভো' বলে ডাক দেওয়া প্রভৃতি কোনো কিছুই শুনতেও পায়নি, দেখতেও পায়নি, চিত্রার্পিতের মত গালে হাত দিয়ে বসে আছে। যার ফলে সে অভিশপ্ত। এখানে একাগ্রতা রয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর। প্রত্যেকটি বিষয়ে কিন্তু মনঃসংযুক্তি আছে। ইন্দ্রিয়গুলি মনকে নিয়ে খুব টানাটানি করে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ"।।[4]

সুতরাং সংযমতা অত্যন্ত প্রয়োজন। পঞ্চইন্দ্রিয়ের দুটি বা তিনটি বিয়োগ করে তিনটি বা দুটির প্রয়োগ হলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অনেক। উদাহরণস্বরূপ ভগবত্ উপাসনার সময় নাসিকা জিহ্বা ত্বক বিয়োগ করে চক্ষু কর্ণের দ্বারা মনোনিবেশ করলে অতি সহজে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি হলে একাগ্রতা চরম আকার ধারণ করে।

পথ চলার রাস্তা যেমন বন্ধুর হয় তেমনি জীবনপথও কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হয়ে থাকে। তবু উঁচু-নিচুটি দীর্ঘায়িত হলে সমস্যা বোধ হয় না। কুবেরের পদ্মবন রক্ষা যক্ষ ভালোই করছিল। হঠাৎ তার মনে যক্ষপ্রিয়ার চিন্তা প্রবেশ করলে দায়িত্ববোধের বিযুক্তি হল। চরম অভিশপ্ত হলো। আবার লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটক অভিনয়কালে হঠাৎ উর্বশীর মনে যুক্ত হলো পুরূরবার প্রেম। অভিনয়ের উচ্চারণ ভুলে গেল, পুরুষোত্তমের জায়গায় উচ্চারিত হলো পুরূরবা। সঙ্গে সঙ্গে ভরত মুনির দ্বারা অভিশাপ বর্ষিত হলো। সুতরাং এই যোগ বিয়োগ সবসময় চলতে থাকে কোথাও জেনে কোথাও না জেনে। কিন্তু ফল অবশ্যই জানিয়ে দেবে।[5]

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অধ্যায়গুলির নামেই যোগ। কারণ অর্জুন যুদ্ধ করতে না চাইলে কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হলে ধর্মরক্ষা হবে না তাই অর্জুনের ভেতরে যা যুক্ত আছে বা যুক্ত করতে হবে সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা যুক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদ যোগ এখানে বিষাদের সংযুক্তি, এরপর শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য, কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস ইত্যাদি করে 18 টি যোগের শিক্ষা দিয়েছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যুক্ত ব্যক্তিদের যোগী শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন। যোগ না হলে কর্মচঞ্চলের কথা বলেছেন। চঞ্চল মনকে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তি কর্ম সাফল্য এনে দেয় নীতি সম্বলিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে, প্রত্যেক গ্রন্থের মূল সুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতই—

"কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ"।[6]

যোগ বিয়োগ সমগ্র জীবনে ঘটতে থাকবে কিন্তু দেশ কাল পাত্র অবলম্বনে হিসাব-নিকাশ করে নিতে হবে। তা না হলে দুর্ঘটনা অথবা উপভোগের জায়গায় ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত অসৎ পন্থা অবলম্বনে দুর্ভোগ আসে, তবুও নিজস্ব চাহিদাকে বৃদ্ধি করার জন্য চোর চুরি করে দস্যুরা লুঠ করে, হত্যা করে অথবা বলবানেরা দুর্বলদের অত্যাচার করে। পরবর্তীতে ফলভোগ অবশ্যম্ভাবি। বৃদ্ধকালে সুখ বিয়োগ দুঃখ যোগ গীতাতে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥[7]

সত্/ধর্ম = সুখ/শান্তি
অসত্/অধর্ম= দুঃখ/অশান্তি

মনঃসংযুক্তিতে ইন্দ্রিয়সুখের যোগ বিয়োগেই এর মূল কারণ। যদিও রুচিভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র প্রজাসুখ যুক্ত করতে গিয়ে স্ত্রীসুখকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। আবার মহাভারতে পাশার নেশায় পাণ্ডবরা হৃত হয়ে রাজ্যসহ সর্বস্ব বিয়োগ হওয়ার কথাও সকলেই অবগত। যন্ত্রণাময় জীবনে এই যোগ বিয়োগের খেলা সকলের একেবারে জানা থাকলেও ভুল করাটা নিছক অভ্যাসের মতোই। জ্ঞানী পন্ডিতরাও ভ্রান্ত হন। অক্ষসূক্তে কিতব সমস্ত জেনেও জুয়া খেলে ধনসম্পদ যুক্ত করতে গিয়ে সবকিছু বিযুক্ত হয়ে যায়। ধন-সম্পদ আত্মীয় পরিজন সমস্ত কিছু।

দার্শনিক পরিভাষায় বৈপরীত্য ক্রিয়াতে যিনি উদাসীন থাকেন তিনি কি এই খেলাতে অংশগ্রহণ করেন? অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, ভালো-খারাপ, সুখ-দুঃখ যাদের মধ্যে উপস্থিত নয় তাদের চাওয়া পাওয়ার কোন বাসনা থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি নিজে থেকেই বশীভূত হয়ে থাকে। সুতরাং বঞ্চনা ও যোজনা দুটোই কি তার কাছে এক? উত্তর অবশ্যই প্রতিকূল হবে। কারণ তারা আবার ধর্মসংযুক্তি ও ভগবতসংযুক্তি তথা সামাজিকভাবে নিজেকে মর্যাদাসংযুক্তি তথা সর্বশেষ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্তই এই খেলা স্বীকার করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমাতে যুক্ত হলে কোন বিয়োগই আর থাকে না। আবার বলেছেন কর্মেই সকলের আশা ফলে নয়। যথানির্দিষ্ট কর্ম করলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ ফলযোগ হয় ও তদ্ব্যতিরেকে ফলের অন্তরায় ঘটে। সুতরাং যোগের জন্য হিসেবের প্রয়োজন নেই। কর্ম যোগ হলেই ফল সম্ভব।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি॥[8]

যদিও আধুনিকভাবে ফল বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন বলা হয়ে থাকে।

রূপং দেহি, বিদ্যং দেহি, ধনং দেহি, বা জ্ঞানং জলং প্রভৃতির প্রতি লোভে দেবদেবীর কাছে সরাসরি চেয়ে থাকি। এখানে যুক্ত আছে। কিন্তু যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তবে কোথাও কোথাও দৈবসংযুক্তি অনেকের ফলোলাভকে সহজ করে তোলে। তবে আত্মসন্তুষ্টি ক্ষীণ বলেই মনে হয়। শকুন্তলায় সাথে রাজর্ষি দুষ্মন্তের বিবাহ ভাগ্যের দ্বারাই সম্ভব কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। আবার দুর্যোধন হস্তিনাপুরের দখল নিয়ে এলেও অশান্তির ছাপ ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। এজন্যই অক্ষসূক্তে সবিতৃদেব কিতব কে বলেছেন—

"অক্ষৈর্মা দিব্য কৃষিমিৎ কৃষস্ব রিত্তে রমশ বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ।"[9]

অতি লোভ ভালো জিনিস নয়। কৃষিকাজ করে জীবন নির্বাহ কর। সমস্ত হৃত সম্পদ আবার ফিরে আসবে।

একমাত্র জ্ঞান বা বিদ্যায় যুক্ত করে ও আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ জ্ঞান দানও জ্ঞানকে দীর্ঘায়ু করে তোলে। জ্ঞানের কোন বিনাশ বা বিয়োগ নেই। বাকি প্রত্যেকটি জায়গাতে যোগ বিয়োগের ভয়ংকর খেলা লেগেই আছে। এবং যার পরিণাম মারাত্মক। এতে সুফল কুফল দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। গতি নিয়ন্ত্রণ না রাখলেই বিপদের করালগ্রাসে আত্মাহুতি দিতে হয়। সমতা বা নিয়ন্ত্রণ এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন। সুষম অভ্যাস দীর্ঘ দিনের সাথী হলে বহুদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। অসম অভ্যাস শরীর ও মনকে জীর্ণ ও কলুষিত করে তবে এই হিসেব নিকেশ অতি সত্বর নাও হতে পারে তবে নিয়মানুসারে হতে বাধ্য। কারণ এরো গাণিতিক নিয়ম আছে, জ্ঞানযুক্ত হলে জ্ঞানী, মূর্খতা যুক্ত হলে মুর্খ। মূর্খ বলতে এখানে ভর্তিহরির ভাষায় জ্ঞানলবদূর্বিদগ্ধম কিম্বা প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তম।[10] অল্প জেনে নিজেকে যারা মহাজ্ঞানী মনে করেন প্রকৃত মূর্খ এরাই। কারণ এরা জ্ঞান আহরণ করতে চান না। তাহলে জ্ঞান বিয়োগ হলে গঙ্গা যেমন স্বর্গ থেকে শিবের মাথায় তারপর হিমালয় পর্বতে তারপর সমুদ্রে এসে বিলীন হয়ে যায় তেমনি মূর্খরাও একইভাবে ধীরে ধীরে অধগতিপ্রাপ্ত হয়।

"শিরং শার্বং স্বর্গাৎ পশুপতিশিরস্তঃ ক্ষিতিধরং
মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিম্।
অধোধো গঙ্গেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ"॥[11]

সুতরাং অসৎ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তি অধর্ম অকর্তব্য দিয়ে চাহিদা যুক্ত করে সাময়িক সুখ হয়তো পেতে পারে কিন্তু চিরন্তন সুখের জন্য প্রয়োজন সৎ দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রমের ফল। ধর্ম-কর্তব্য দিয়ে চাহিদা পূরণ যেখানে শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ ও বিয়োগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে।

এরপর মহর্ষি পতঞ্জলির বিখ্যাত গ্রন্থ যোগসূত্রের কথাতে আসা যাক। যোগসূত্রে যোগ শব্দটি রয়েছে। যোগের নিমিত্ত সূত্রগুলি সেখানে বর্তমান। বিয়োগের কথা প্রত্যক্ষ বলেননি তবে পরোক্ষভাবে যোগ হলে বিয়োগ অবশ্যই হবে। বিখ্যাত সূত্রটি তার— "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"।[12] চিত্তবৃত্তির নিরোধই হল যোগ। ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে— "চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশিলত্ত্বাত্ ত্রিগুণম্"। সত্ত্বগুণাত্মক (প্রখ্যা) রজগুনাত্মক প্রবৃত্তি আর তমগুণাত্মক স্থিতি। সত্ত্বগুণপ্রধান অবস্থায় চিত্ত ঐশ্বর্য ও বিষয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার বাসনা পোষণ করে। তমগুণপ্রধান চিত্ত অধর্ম,অজ্ঞান, অবৈরাগ্য আর অনৈশ্বর্যের প্রতি যুক্ত হয়। রজগুণপ্রধান চিত্তে মোহ গভীরভাবে সংযুক্ত হয় এবং ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যের প্রতি প্রবল ভাবে উন্মুখ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মন ইন্দ্রিয় গুলির নিয়ন্ত্রণে। পূর্বেই বলা হয়েছে চক্ষু কর্ণ নাসিকা, জিহবা, ত্বক সকলেই তার নিজস্ব প্রিয় বিষয়ের প্রতি যুক্ত হতে চাই। কিন্তু মনকে সেখানে দ্রবীভূত করতে না পারলে আগ্রহ বিচ্যুতি ঘটে। পতঞ্জলি এইভাবে যোগ দর্শনে আটটি যোগের কথা বলেছেন—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধেয়োহষ্টাবঙ্গানি"।[13]

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, প্রত্যেকটি অঙ্গেই স্বানুভূতিতেই কিছু যোগ বিয়োগের কথা বলেছেন। অবশ্যই সুস্থভাবে জীবন পরিচালনার জন্য সু-যোগের এবং অসুস্থভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য কুবিয়োগের কথা বলেছেন। পতঞ্জলি আবার তিন ক্রিয়াযোগের কথা বলেছেন— "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"।[14]

অর্থাৎ তিন ক্রিয়াযোগ হলো তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরের শরণাগতি। সাধনাকার্যে এই তিনটি ক্রিয়াযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ক্রিয়াযোগের জন্য প্রায় নানা ধরনের অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় সুখ বিয়োগ করতে হয়। সাধারণ কথায় যন্ত্রণাময় জীবন কিন্তু যদি নীতি ও শৃঙ্খলা কে যুক্ত করে পথ চলার অভ্যাস করা হয় তাহলে যন্ত্রণায় প্রলেপ পড়তে বাধ্য। সে যাই হোক, তবে এই যোগ বিয়োগের গোলকধাঁধাঁয় গুলিয়ে না গিয়ে এখন গুণ এবং ভাগের প্রক্রিয়ায় সকলের অভ্যাস করে নিয়েছে। বা আরো জটিল সূত্র প্রয়োগে সাফল্যতা পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে 5+5+5+5= 20 তে না গিয়ে

4x5=20 কে পন্ডিত গণ বেছে নিয়েছে। ফলস্বরুপ অনেক জটিলতার সংক্রমণ হয়েছে ঠিকই তবে স্বল্প সময়ে অধিক কর্ম করতে গিয়ে ভ্রান্তির সংমিশ্রণ হতে পারে তা মনে রাখতে হবে। দৃষ্টিও হতে হবে প্রখর চিন্তাশক্তিযুক্ত। আসলে আমরা যা জল নামে দেখি তাতে অন্য চার ভুতের সংমিশ্রণও আছে বা প্রত্যেক ভূতের মধ্যেই প্রত্যেকের সংমিশ্রণ রয়েছে। সেগুলো বিয়োগ করে যোগ করা সঠিক সিদ্ধান্তের পরিচয় বহন করে।

## Endnotes

1. সপ্তম অধ্যায়, 3 প্রক, ইন্দ্রিয়জয়ঃ- রাজর্ষিবৃত্তম্
2. ষষ্ঠ অধ্যায়, 3 প্রক, ইন্দ্রিয়জয়ঃ- অরিষডবর্গত্যাগঃ
3. মনুসংহিতা 7/44
4. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 2য় অধ্যায়, শ্লোক-60
5. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, 2009 পৃ. 153
6. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 4র্থ অধ্যায়, শ্লোক-16
7. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 4র্থ অধ্যায়, শ্লোক-07-08
8. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 2য় অধ্যায়, শ্লোক-47
9. ঋগ্বেদসংহিতা,দশমমন্ডল ৩৪তম সূক্ত-(অক্ষসূক্ত)সংহিতা পাঠ-13
10. নীতিশতক, শ্লোক- 3,4,5
11. নীতিশতক, শ্লোক- 10
12. যোগসূত্র 1/2
13. যোগসূত্র 2/29
14. যোগসূত্র 2/7

## Bibliography


- মহোদয়, শ্রী শ্রী কৃষ্ণানন্দ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা: গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্ট, ১৩৭৬ ব: (দশম সংস্করণ)।
- এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট ২০০০ ব: (অষ্টম সংস্করণ)।
- সাধুখাঁ সঞ্জিত কুমার। সাধনা সরকার (সম্পা)। নীতিশতকম। কলিকাতা। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮ (১ম প্রকাশ)
- বসু, ড. অনিলচন্দ্র।মনুসংহিতা।কলিকাতা। সংস্কৃত বুক ডিপো, 2009 (১ম পুনর্মুদ্রণ)
- স্বামী শ্রী.অডগডানন্দঃ। যথার্থগীতা। শ্রী পরমহংস স্বামী অডগডানন্দজী আশ্রম ট্রস্ট, 2019.
- প্রো ইন্দ্র। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র। রাজপাল পাবলিকেশন।2013
- ত্রিপাঠী, রমাশকর। পাতञ्जल योगदर्शनम्। वाराणसीः चौखम्वा कृष्णदास अकादेमि, 2017 (पञ्चम् सस्करण)